সুবর্থপ্রকরণে — প্রথমা

৫৩২। প্রাতিপদিকার্থ-লিংগ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা।২।৩।৪৬।।

• **দীক্ষিতঃ** । নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ। মাত্রশব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিংগমাত্রাদ্যাধিক্যে সংখ্যামাত্রে চ প্রথমা স্যাৎ। উচ্চৈঃ, নীচৈঃ, কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। অলিংগা নিয়তলিংগাশ্চ প্রাতিপদিকার্থমাত্রে ইত্যস্যোদাহরণম্।

অনিয়তলিংগাস্তু লিংগমাত্রাধিক্যস্য। তটঃ,তটী, তটম্।

পরিমাণমাত্রে দ্রোণো ব্রীহিঃ। দ্রোণরূপং যৎ পরিমাণং তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রীহিরিত্যর্থঃ। প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে প্রকৃত্যর্থঃ অভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্। প্রত্যয়ার্থস্তু পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাবেন ব্রীহৌ বিশেষণমিতি বিবেকঃ।

বচনং সংখ্যা। একঃ, দ্বৌ, বহবঃ। ইহ উক্তার্থত্বাদ্বিভক্তের প্রাপ্তৌ বচনম্।

• **পদমঞ্জরিকা। 'প্রাতিপদিকার্থ— মাত্রে' ঃ—** প্রাতিপদিকার্থশ্চ লিংগঞ্চ পরিমাণঞ্চ বচনঞ্চ, তানি এব, তস্মিন্। ইহাই বিগ্রহ। কেবল প্রাতিপদিকার্থ, লিংগ, পরিমাণ ও বচনের ক্ষেত্রেই, ইহাই বিগ্রহবাক্যার্থ।

• **নিয়তোপস্থিতিকঃ** — 'নিয়তা' নিশ্চিতা 'উপস্থিতিঃ' প্রাপ্তিঃ স্মরণং বা যস্য সঃ। নিশ্চিতভাবে যাহার প্রাপ্তি বা স্মৃতি হয় তাহা। **প্রাতিপদিক** — 'সুবন্ত' পদের প্রকৃতিকে 'প্রাতিপদিক' (Crude form or nominal base) বলা হয়। যথা, কৃষ্ণ, শ্রী, জ্ঞান।

• **লিংগমাত্রাদ্যাধিক্যে** — 'আদি' শব্দে এখানে পরিমাণ বুঝায়। অতএব ইহার অর্থ হইবে লিংগমাত্রাধিক্যে ও পরিমাণমাত্রাধিক্যে।

• **অলিংগ, নিয়তলিংগ ও অনিয়তলিংগ ঃ—** যে শব্দের নিজস্ব কোন লিংগ নাই (অব্যয়ে ন কস্যচিল্লিংগস্য উপস্থিতিঃ), সকল লিংগেই যাহার রূপ সমান, তাহা 'অলিংগ' অর্থাৎ অব্যয় শব্দ। যথা, উচ্চৈঃ, নীচৈঃ। যে শব্দের লিংগ নিয়ত (নিশ্চিত) অর্থাৎ যাহার লিংগান্তর হয় না, তাহা 'নিয়তলিংগ'। যথা, কৃষ্ণ (পুং), শ্রী (স্ত্রী), জ্ঞান

(ক্লীব)। একাধিক লিংগে প্রযুক্ত যে শব্দ, তাহা 'অনিয়তলিংগ'। যথা, তট। তটঃ, তটী, তটম্, এই তিন লিংগেই 'তট' শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

• **অভেদসংসর্গ** — একত্র অভিন্নরূপে অবস্থিতি। **প্রত্যয়ার্থস্তু** — এখানে 'প্রত্যয়ার্থ' শব্দে প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট-প্রত্যয়ার্থ বুঝায়।

• **পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক** — পরিমেয়-পরিমাপক। **বিবেক** — প্রভেদ বা বিশেষত্ব। **বিশেষ্য, বিশেষণ** ঃ— সামান্যেন পদার্থং বক্তি (প্রকাশয়তি) নির্দিশতি বা **'বিশেষ্যম্'**। যৎ সামান্যং তন্নিয়ময়তি বিশেষয়তি বা **'বিশেষণম্'**।

• **অনুবাদ** । কোন 'প্রাতিপদিক' উচ্চারিত হইলে উহার যে অর্থটি নিঃসংশয়ে স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়, তাহাই প্রাতিপদিকার্থ। সূত্রে 'প্রাতিপদিকার্থ- লিংগ-পরিমাণ-বচন' এই দ্বন্দ্ব সমাসের প্রাতিপদিকার্থ প্রভৃতি প্রতিটি অবয়বের সহিত 'মাত্র' শব্দটি অন্বিত। ('মাত্র' শব্দটি এখানে অবধারণার্থক, অর্থাৎ ইহার অর্থ 'এব', 'কেবলম্')। অতএব প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিংগমাত্রাধিক্যে, পরিমাণমাত্রাধিক্যে ও বচনমাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়, ইহাই সূত্রার্থ। 'অব্যয়' ও 'নিয়তলিংগ' শব্দই 'প্রাতিপদিকার্থমাত্রে' প্রথমার উদাহরণ। যথা, উচ্চৈঃ নীচৈঃ, কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। 'অনিয়তলিংগ' শব্দ 'লিংগ-মাত্রাধিক্যে' প্রথমার বিষয়। যথা, তটঃ, তটী, তটম্।

'পরিমাণমাত্রে' প্রথমার উদাহরণ 'দ্রোণো ব্রীহিঃ'। দ্রোণরূপ যে পরিমাণ তদ্দ্বারা পরিমিত ব্রীহি; ইহাই বাক্যার্থ। 'দ্রোণঃ' এই পদে প্রত্যয়ের অর্থ 'পরিমাণ', এই প্রত্যয়ার্থকে বিশেষিত করে 'দ্রোণ' প্রকৃতির অর্থ এবং এই বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্কে প্রকৃত্যর্থ হইতে প্রত্যয়ার্থ যে অভিন্ন, তাহাই দ্যোতিত হয়। কিন্তু (প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্য হইলেও) প্রকৃত্যর্থযুক্ত যে প্রত্যয়ার্থ তাহা 'ব্রীহি'-র বিশেষণ এবং তাহা পরিমেয় পরিমাপক সম্বন্ধেরই দ্যোতক, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

'বচন' শব্দের অর্থ সংখ্যা। যথা, একঃ, দ্বৌ, বহবঃ। কিন্তু সংখ্যাবাচক এই শব্দগুলিতে প্রাতিপদিকার্থ 'অভিহিত' বলিয়া প্রথমা বিভক্তি বাধিত হয়, এবং এই জন্যই সূত্রে 'বচন-বিষয়ে' প্রথমা পৃথক্‌ভাবে বিহিত হইয়াছে।

• **আলোচনা**। প্রথমা বিভক্তির বিষয় চারিটি — প্রাতিপদিকার্থ, লিংগ, পরিমাণ ও বচন। যে অর্থটির সহিত প্রাতিপদিকের নিত্যসম্বন্ধ, সুনির্দিষ্ট, অব্যভিচারী সেই অর্থই প্রাতিপদিকার্থ। অর্থাৎ প্রাতিপদিকটি যে-অর্থে প্রসিদ্ধ, সেই বাচ্যার্থই প্রাতিপদিকার্থ। প্রথমা বিভক্তি যোগ করিলে যেখানে শুধু এই অর্থেরই প্রতীতি হয়, অতিরিক্ত কোন কিছুর নহে, সেখানে **প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা**। অর্থাৎ প্রাতিপদিকের যে অর্থ, প্রথমা বিভক্তিরও সেই অর্থ। ইহা স্বার্থে প্রথমা। যথা, কৃষ্ণঃ। 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ। প্রথমান্ত 'কৃষ্ণঃ' পদটিতেও মাত্র এই অর্থই প্রকাশিত হয়। অতএব ইহা প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার উদাহরণ। প্রথমা যোগ করিলে যেখানে প্রাতিপদিকার্থ ও তৎসহ লিংগমাত্রের অধিক প্রতীতি হয়, সেখানে **লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমা**। লিংগ সেখানে প্রথমা বিভক্তিরই অর্থ। যথা, তটঃ, তটী, তটম্। 'তট' শব্দটি তিন লিংগেই প্রযুক্ত হয়, ইহা কোন লিংগে প্রযুক্ত হইবে প্রাতিপদিক অবস্থায় তাহা জানা যায় না, প্রথমা যুক্ত হইলেই তাহা বুঝা যায়। প্রথমা বিভক্তিদ্বারা এই লিংগবোধ হয় বলিয়া 'তট' প্রভৃতি অনিয়তলিংগ শব্দ 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমার বিষয়। কিন্তু 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি প্রাতিপদিকেরও ত প্রথমা যোগ করিলেই পুংস্ত্বাদি লিংগবোধ হয়, অতএব এই সব ক্ষেত্রেও 'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমা না হইয়া 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমা হওয়া উচিত। তাহা যদি হয় তবে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার বিষয় থাকে না। প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা যাহাতে অসিদ্ধ না হয় তজ্জন্য প্রাতিপদিককে অলিংগ, নিয়তলিংগ ও অনিয়তলিংগ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম দুইটি 'প্রাতিপদিকার্থে' ও শেষোক্তটি 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমার বিষয়। অলিংগ অর্থাৎ 'অব্যয়' শব্দের লিংগ নাই, অতএব অতিরিক্ত লিংগপ্রতীতির প্রশ্নই ওঠে না। নিয়তলিংগ শব্দের একটিমাত্র লিংগ, অতএব লিংগপ্রয়োগ-সম্বন্ধে কোন সংশয় না থাকায় প্রাতিপদিক অবস্থাতেই প্রাতিপদিকার্থের মত লিংগেরও প্রতীতি হইয়া থাকে। লিংগ এই ক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তির নয়, প্রাতিপদিকেরই অর্থ। যথা, 'কৃষ্ণ' শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্রই যেমন স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষের, তেম্নি শব্দটির পুংস্ত্বেরও প্রতীতি হয়। কিন্তু 'তট' শব্দটির ক্ষেত্রে তাহা হয় না, কারণ তাহা 'অনিয়তলিংগ'। অনিয়তলিংগ শব্দে বিভক্তি যোগ না করিলে লিংগ-সংশয় দূর হয় না। লিংগ সেখানে প্রাতিপদিকের নয়, প্রথমা বিভক্তিরই অর্থ।

অতএব প্রাতিপদিক অবস্থাতেই যেখানে লিংগ সুনিশ্চিত সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথ
প্রথমা বিভক্তি ব্যতীত যেখানে লিংগ নির্ধারণ হয় না সেখানে 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথ
ইহাই উভয়ের পার্থক্য। অর্থাৎ নিত্যপুংলিংগ, নিত্যস্ত্রীলিংগ ও নিত্যনপুংসকলিংগ শ
'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমার বিষয়, কিন্তু যাহার লিংগান্তর হয় (যথা, তট-তটী, কুম
কুমারী ইত্যাদি) তাহা 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমার উদাহরণ।

প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিত হইলে যেখানে শুধু প্রকৃত্যর্থ নয়, পরিমাণার্থেরও অধি
প্রতীতি হয়, সেখানে **পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমা**। 'পরিমাণ' সেখানে প্রত্যয়েরই অ
যথা, দ্রোণো ব্রীহিঃ। বাক্যে 'দ্রোণঃ' (দ্রোণ + সু) এই পদের অর্থ দ্রোণ-পরিমিত। কি
'দ্রোণ'প্রকৃতির অর্থ যেহেতু শস্যাদিপরিমাপক কাষ্ঠময় অথবা লৌহময় পাত্রবিশে
অতএব 'সু' প্রত্যয়ের অর্থ হইবে 'পরিমাণ'। প্রথমা বিভক্তি দ্বারা পরিমাণার্থের প্রতী
হওয়ায় বাক্যস্থ 'দ্রোণঃ' পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ। যদি ইহা পরিমাণ
বুঝাইয়া শুধু দ্রোণরূপ পাত্রকেই বুঝাইত তবে 'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমা হইত। কিন্তু
ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমারও অবকাশ নাই, কারণ 'দ্রোণ' শব্দটি অনিয়তলিং
অস্ত্রিয়ামাঢ়কদ্রোণৌ।' অর্থাৎ 'দ্রোণ' শব্দটি পুং ও নপুংসকলিংগে প্রযুক্ত হয়। অতএ
অনিয়তলিংগত্বহেতু এখানে 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমারই অবকাশ আছে। কিন্তু 'দ্রোণ
পদে পাত্রার্থ নয়, পরিমাণার্থই প্রধান, কারণ পাত্র কদাপি 'ব্রীহির' বিশেষণ হইতে পা
না; অতএব ইহা 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমারও বিষয় নহে। পরিমাণার্থের অতিরি
প্রতীতির জন্য 'পরিমাণ' এখানে প্রথমা বিভক্তির একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং 'ব্রীহি' শব্দে
সাহচর্যহেতুই 'দ্রোণ' শব্দে এই অতিরিক্ত প্রতীতি সম্ভবপর হইয়াছে। শুধু 'দ্রোণ
বলিলে পাত্রকেই বুঝাইত এবং তাহাতে লিংগমাত্রেরই অধিক প্রতীতি হইত, পরিমাণে
নহে। বাক্যস্থ না হইলে পরিমাণার্থের প্রতীতি হয় না। বাক্যস্থ বলিয়াই 'ব্রীহি
বিশেষত্বহেতু 'দ্রোণ' শব্দের লিংগও অনিয়ত নয়, নিয়ত। 'লিংগমাত্রাধিক্যে' প্রথমা
হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ। যদি তাহাই হয়, তবে 'দ্রোণ' ও 'ব্রীহির' মধ্যে বাক্যগ
সম্পর্ক কি? ইহারই উত্তরে ভট্টোজী বলেন **"প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে' ইত্যাদি**। তি
প্রথমে 'দ্রোণঃ' পদটিকে বিশ্লেষণ করিয়া পরে উক্ত পদের সহিত 'ব্রীহি' শব্দে

সম্পর্কনির্ণয় করিয়াছেন। 'দ্রোণঃ' এই পদে 'দ্রোণ' হইল প্রকৃতি এবং 'সু' প্রত্যয়। প্রকৃতির অর্থ 'পাত্র' এবং প্রত্যয়ের অর্থ 'পরিমাণ' এবং প্রত্যয়ার্থের সহিত প্রকৃত্যর্থের বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্পর্ক। প্রত্যয়ার্থ (পরিমাণ) বিশেষ্য ও প্রকৃত্যর্থ (পাত্র) উহার বিশেষণ। বিশেষ্যের অর্থ ব্যাপক, বিশেষণ সেই অর্থকে সীমাবদ্ধ করে, ইহাই বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থগত বৈশিষ্ট্য। পরিমাণ বলিতে পরিমাণ-সামান্য অর্থাৎ সাধারণভাবে যে-কোন পরিমাণকে বুঝায়; অতএব উহা 'বিশেষ্য'। কিন্তু 'দ্রোণ-পরিমিত' বলিলে দ্রোণরূপ পাত্রের দ্বারা পরিমাণ-সামান্য পরিমাণ-বিশেষে পরিণত হয় অর্থাৎ পাত্রার্থের দ্বারা পরিমাণার্থ সীমাবদ্ধ হয়। অতএব প্রকৃত্যর্থ যে পাত্র, তাহা প্রত্যয়ার্থ পরিমাণের 'বিশেষণ'। এবং যেহেতু পাত্র হইতে পরিমাণ অভিন্ন, অতএব এক্ষেত্রে বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থগত সে সম্পর্ক, তাহা অভেদ-সম্পর্ক। এখন প্রকৃতি-সাহচর্যে প্রত্যয়ের যে বিশিষ্ট অর্থ হইল অর্থাৎ 'দ্রোণ-পরিমিত' এই অর্থ, তাহা 'ব্রীহির' বিশেষণ। 'ব্রীহি' বলিলে যে কোন প্রকার ব্রীহিকে বুঝায়, অতএব ইহা বিশেষ্য। কিন্তু 'দ্রোণঃ' এই পদের অর্থ ব্রীহির অর্থকে সীমাবদ্ধ করে। অতএব 'দ্রোণঃ' ব্রীহির বিশেষণ এবং ব্রীহিকে বিশেষিত করে বলিয়াই 'দ্রোণ' শব্দে পাত্র না বুঝাইয়া পরিমাণ বুঝায়। 'ব্রীহি' এখানে পরিমেয় এবং 'দ্রোণ' উহার পরিমাপক। অর্থগতভাবে বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের এস্থলে পরিচ্ছেদ-পরিচ্ছেদক সম্পর্ক। অতএব আলোচ্য উদাহরণে **প্রত্যয়ার্থ প্রকৃত্যর্থের দ্বারা বিশেষিত হইলেও, প্রকৃত্যর্থ-সহচরিত যে প্রত্যয়ার্থ তাহা বিশেষণেরই কার্য করে**। 'পরিমাণ-মাত্রাধিক্যে' প্রথমায় প্রত্যয়ার্থের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

প্রথমা বিভক্তির চতুর্থ বিষয় হইল 'বচন' বা সংখ্যা। প্রথমা বিভক্তিদ্বারা যেখানে বচনের প্রতীতি হয় সেখানে **বচনমাত্রে প্রথমা**। যথা, একঃ, দ্বৌ, বহবঃ। 'বচন' শব্দে এখানে সংখ্যাবাচক শব্দের বচন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সংখ্যাবাচক শব্দে যে প্রথমা তাহাই 'বচনমাত্রে' প্রথমা। কিন্তু এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দ ত' প্রাতিপদিক অবস্থাতেই সংখ্যা নির্দেশ করে, অতএব একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি যে সংখ্যা তাহা প্রাতিপদিকেরই অর্থ, প্রথমা বিভক্তির নয়। যদি তাহাই হয় তবে একঃ, দ্বৌ প্রভৃতি 'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমারই উদাহরণ, সূত্রে 'বচন' গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংখ্যাবাচক শব্দের সংখ্যা

প্রাতিপদিকার্থ হইলেও, এই প্রাতিপদিকার্থ যেহেতু 'অভিহিত', অতএব তাহা প্রথমার বিষয় হইতে পারে না। আলোচ্য সূত্রটিতে 'অনভিহিতে' এই অধিকার-সূত্রের অধিকার থাকায় 'অনভিহিত' প্রাতিপদিকার্থেই প্রথমা হয়, 'অভিহিতে' নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে অভিধান শব্দের অর্থ বিশেষ উক্তি অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দেশ। যাহা সুস্পষ্ট বা বিশেষভাবে উক্ত বা সূচিত হয়, তাহাই 'অভিহিত'। 'বৃক্ষ' বলিলে বৃক্ষ-সামান্যের অর্থাৎ সাধারণভাবে যে কোন বৃক্ষের প্রতীতি হয়, বৃক্ষ-বিশেষের নয়, অতএব বৃক্ষার্থ অনভিহিত। অনভিহিত বলিয়া 'বৃক্ষঃ' প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার উদাহরণ। কিন্তু এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দের একত্বাদিপ্রাতিপদিকার্থে সুস্পষ্ট একটি সংখ্যা উক্ত হয়, অতএব ইহাদের প্রাতিপদিকার্থ 'অভিহিত'। সূত্রে 'বচন' গ্রহণ না করিলে এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দে প্রথম বিভক্তির অবকাশই থাকে না। অতএব সাধারণত 'অনভিহিত' প্রাতিপদিকার্থে প্রথম হইলেও সংখ্যাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে 'অভিহিত' প্রাতিপদিকার্থেই প্রথমা হয়, ইহাই সূত্রস্থ 'বচন' শব্দের তাৎপর্য। 'বচন' যেহেতু প্রাতিপদিকেরই অর্থ, অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি দ্বারা যেখানে বচনার্থের অধিক বা অতিরিক্ত প্রতীতি হয় না, সেখানে বচনের ক্ষেত্রে যে প্রথমা তাহা 'বচনমাত্রে' প্রথমা, 'বচনমাত্রাধিক্যে' প্রথমা নহে। "ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রয়োক্তব্যা, নাপি প্রত্যয়ঃ" (বাক্যে শুধু 'প্রকৃতি' অথবা শুধু 'প্রত্যয়' প্রয়োগ করা যায় না) এই ন্যায়-অনুসারে শব্দের সাধুত্ব রক্ষার জন্যই বচনের ক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তি যোগ করিতে হয়। "বিভক্তিরিহ অনুবাদিকা, শব্দসাধুত্বরক্ষার্থমেব প্রযোজ্যা।"

• বিশেষ আলোচনা ঃ—

(১) প্রাতিপদিক ঃ— প্রতিপদ + ঠক্। প্রতিপদং গৃহ্যতীতি প্রাতিপদিকম্। প্রতিটি সুবন্তপদে অবস্থিত বলিয়া 'সুবন্ত' পদের প্রকৃতিকে 'প্রাতিপদিক' বলে। অন্যান্য ব্যাকরণে যাহাকে 'নাম' অথবা 'শব্দ' বলা হয়, পাণিনির ব্যাকরণে তাহার নাম 'প্রাতিপদিক'।

'অষ্টাধ্যায়ী'তে প্রাতিপদিকত্ব-বিধায়ক দুইটি সূত্র আছে। 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' ও 'কৃত্তদ্ধিত-সমাসাশ্চ'। অর্থবিশিষ্ট শব্দই 'প্রাতিপদিক', তবে তাহা ধাতু, প্রত্যয় অথবা কোন প্রত্যয়ান্ত শব্দ নহে। কিন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের মধ্যে 'কৃৎ' ও 'তদ্ধিত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'প্রাতিপদিক'। প্রকৃতির উত্তর চতুর্বিধ প্রত্যয়-যোগে

'প্রাতিপদিক' গঠিত হয়, যথা — কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রীপ্রত্যয় ও বিভক্তি (সুপ্) প্রত্যয়। কিন্তু 'স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত' শব্দও হয় 'কৃদন্ত' নয় 'তদ্ধিতান্ত', এক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রাতিপদিকত্ব-বিধানের কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব প্রত্যয়ান্ত শব্দের মধ্যে একমাত্র 'সুপ্' প্রত্যয়ান্ত অর্থাৎ 'সুবন্ত' শব্দই প্রাতিপদিক নহে। অধিকন্তু কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত পদের বিগ্রহবাক্যে সমাস হইলে তাহাও প্রাতিপদিকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাই উক্ত প্রাতিপদিকত্ব বিধায়ক সূত্রদ্বয়ের মর্মার্থ। সংক্ষেপত, যে-শব্দ 'অর্থবৎ', কিন্তু যাহা 'ধাতু' অথবা 'প্রত্যয়' অথবা 'সুপ্-প্রত্যয়ান্ত' নহে এবং যে-বাক্য সমাসত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাতিপদিক। যথা,— ভক্তি (কৃদন্ত), ভক্তিমৎ (তদ্ধিতান্ত), রাজ্ঞঃ পুরুষঃ (সমাস)। অতএব উক্ত সূত্রদ্বয়ের প্রথমটি প্রাতিপদিকের সাধারণ ও দ্বিতীয়টি বিশেষ লক্ষণ। সূত্রদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক এবং উভয়ের মিলিতার্থেই 'প্রাতিপদিকের' লক্ষণ পূর্ণাংগ হয়।

(২) 'সুপো ধাতু-প্রাতিপদিকয়োঃ' এই সূত্রানুসারে প্রাতিপদিকের অবয়বীভূত বিভক্তির লোপ হয়। ফলত সমাসের 'বিগ্রহবাক্য' একপদীভূত হইবার পূর্বেই প্রাতিপদিকত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় সমস্যমান পদগুলির বিভক্তি লুপ্ত হয়। যথা,— রাজ্ঞঃ পুরুষঃ রাজপুরুষঃ। 'রাজ্ঞঃ' ও 'পুরুষঃ' এই পদ দুইটির বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

(৩) 'বার্তিক' কারের মতে 'নিপাত' জাতীয় অব্যয়গুলি (যথা — প্র, পরা, অপ, সম্ ইত্যাদি) অর্থহীন হইলেও 'প্রাতিপদিক' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "নিপাতস্য অনর্থকস্য প্রাতিপদিকসংজ্ঞা বক্তব্যা" (বা)।

(৪) ভাষ্যকারমতে স্বার্থ, দ্রব্য, লিংগ, সংখ্যা ও কারক এবং কৈয়টের মতে প্রথম চারিটি প্রাতিপদিকেরই অর্থ।

"স্বার্থ-দ্রব্য-লিংগ-সংখ্যা-কারকাত্মকং পঞ্চকং প্রাতিপদিকার্থে ইতি ভাষ্য-কারমতম্। আদিতঃ চতুষ্কম্ ইতি কৈয়টমতম্, আদিতঃ ত্রিকম্ ইতি বৃত্তিকারমতম্, আদিতঃ দ্বিকম্ ইত্যন্যেষাং মতম্।" যদি তাহাই হয় তবে সূত্রে 'লিংগ' ও 'বচন' গ্রহণ নিরর্থক।

'পরিমাণার্থ' শব্দের 'লক্ষণা'শক্তির দ্বারাই প্রকাশ পায়। 'লক্ষ্যার্থ' প্রাতিপদিকেরই অর্থ। 'সিংহঃ মানবকঃ' এই বাক্যে 'সিংহ' শব্দের অর্থ যেরূপ 'সিংহসদৃশ', 'দ্রোণো

ব্রীহিঃ' এই বাক্যে 'দ্রোণ' শব্দের অর্থ তদ্রূপ 'দ্রোণ-পরিমিত' এবং তাহা লক্ষ্যার্থ।

'লিংগজ্ঞান'-ও প্রাতিপদিক অবস্থাতেই হয়। 'অনিয়তলিংগ' শব্দেরও কোন লিংগটি প্রযুক্ত হইবে জানা না থাকিলেও, যে-কোন একটি লিংগ যে প্রযুক্ত হইবে তাহা জানা থাকে, অতএব 'লিংগ' বস্তুত প্রাতিপদিকেরই অর্থ, প্রথমা বিভক্তির নহে। 'সংখ্যাবাচক' শব্দের 'বচন' ত প্রাতিপদিকেরই অর্থ। অতএব অনেকের মতে 'প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা' বলিলেই সূত্রের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়, 'লিংগ-পরিমাণ-বচন' গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। অনেকের মতে সূত্রে 'মাত্র' শব্দটিও নিরর্থক। কারণ, শুধু প্রাতিপদিকার্থ প্রভৃতি 'অনভিহিত' হইলেই যে ১মা হয় তাহা নহে, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারক 'অভিহিত' হইলেও ১মা হয়। অতএব দীর্ঘ সূত্রটিকে 'প্রাতিপদিকার্থে ১মা' এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যায়। মতান্তরে সূত্রে 'প্রাতিপদিক' শব্দটিও নিরর্থক, 'অর্থে প্রথমা' এইরূপ সূত্র হওয়া উচিত, কারণ 'অর্থ' বলিলে প্রাতিপদিকার্থকেই বুঝায়, 'প্রাতিপদিক' ব্যতীত 'অর্থ' হয় না। বিদ্যাসাগর-কৃত 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'-তে তজ্জন্যই সূত্র করা হইয়াছে 'অভিধেয়মাত্রে প্রথমা' (অভিধেয় —অর্থ)।

বস্তুত প্রাতিপদিকার্থ 'অভিহিত' হইলেই 'অভিহিতে প্রথমা' হইয়া থাকে। যদিও এই বিষয়ে পাণিনির কোন সূত্র নাই, তথাপি 'অনভিহিতে' সূত্রের অধিকারস্থ কর্ম-করণাদি কারক 'অনভিহিত' হইলেই দ্বিতীয়া-তৃতীয়াদি বিভক্তি প্রাপ্ত হয়, এই বিধান দ্বারা তত্তৎকারক 'অভিহিত' হইলে যে 'প্রথমা' হইবে তাহা অবশ্যই জ্ঞাপিত হয়। এই প্রথমা অভিহিত প্রাতিপদিকার্থেই প্রথমা। অধিকন্তু আলোচ্য সূত্রে 'বচন' গ্রহণের দ্বারাও 'অভিহিত প্রাতিপদিকার্থে ১মা সূচিত হইতেছে। অতএব পরোক্ষ বিধানের দ্বারা সাধারণত অভিহিতে প্রথমাই যখন জ্ঞাপিত হয়, তখন কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্ ইত্যাদি স্থলে অনভিহিত-প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার অপ্রাপ্তি ঘটে, এইজন্যই আলোচ্য সূত্রটির প্রয়োজন। সাধারণত 'অভিহিতে প্রথমা হইলেও 'অনভিহিত' প্রাতিপদিকার্থেও প্রথমা হইবে, ইহাই বিশেষ তাৎপর্য। যদি তাহাই হয়, তবে সূত্রটিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'অর্থে প্রথমা' এইরূপ সূত্র করিলেই সর্বার্থ সাধিত হইতে পারে। সূত্র যখন যথাসম্ভব

স্বল্পাক্ষর' হওয়া উচিত, তখন অকারণ শব্দবাহুল্য ও সূত্র-দীর্ঘতা এক্ষেত্রেও অনভিপ্রেত।

বি.দ্র.— 'সংখ্যাবাচক' শব্দব্যতীত অন্য শব্দের 'বচন' মা বিভক্তিরই অর্থ। সে-ক্ষেত্রে **বচনমাত্রাধিক্যে** ১মা। 'বচন' 'প্রাতিপদিকার্থ' হইলেই **'অভিহিতে** ১মা; বচন যেখানে ১মা বিভক্তির অর্থ সেখানে **'অনভিহিতে** ১মা।

❑ ৫৩৩। সম্বোধনে চ।২।৩।৪৭।।

• দী। ইহ প্রথমা স্যাৎ। হে রাম!

• **অনুবাদ**। এখানে অর্থাৎ সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, হে রাম!

• **আলোচনা**। 'অভিমুখীকৃত্য জ্ঞাপনং সম্বোধনম্'। কোন ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া কোন কিছু জ্ঞাপন করার নাম 'সম্বোধন'। সম্বোধনের লক্ষ্য যে অর্থাৎ যাহাকে সম্বোধন করা হয়, তাহাতে 'প্রথমা' বিভক্তি হয়। 'সম্বোধন' প্রাতিপদিকের অর্থ নয়, প্রথমা বিভক্তির অর্থ। উদাহরণে 'রাম' শব্দে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, **সম্বোধিত ব্যক্তিবিশেষের** প্রতীতি হয়। অতএব প্রাতিপদিকার্থ ছাড়াও 'সম্বোধনের' অতিরিক্ত প্রতীতির জন্য পূর্বসূত্রানুসারে প্রথমা না হওয়ায় আলোচ্য পৃথক্ সূত্রের প্রয়োজন হইয়াছে।

সুবর্থপ্রকরণে — দ্বিতীয়া

❑ ৫৩৪। কারকে। ১।৪।২৩॥

• দী। ইত্যধিকৃত্য—

• **অনুবাদ**। ইহাকে আশ্রয় করিয়া—। অর্থাৎ, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই বক্ষ্যমাণ সূত্রসমূহ রচিত হইয়াছে।

আলোচনা। ইহা একটি অধিকার-সূত্র। যে পর্যন্ত ইহার অধিকার সে পর্যন্ত প্রতিটি সূত্রেরই ইহা নিয়ামক। অর্থাৎ অধিকৃত প্রতিটি সূত্রেই 'কারকে' এই পদটি যোজনীয়, যোজনা না করিলে সূত্র পূর্ণাংগ হয় না।

'করোতীতি কারকম্'। ক্রিয়াসম্পাদনে যাহা উপকারক, যাহা ব্যতীত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, তাহাই 'কারক'। অতএব ক্রিয়ার সহিত কারকের যে সম্বন্ধ তাহা সাধারণ সম্বন্ধ নয়, বিশেষ সম্বন্ধ, বহিরংগ সম্পর্ক নয়, অন্তরংগ সম্পর্ক। 'কারকে' এই পদে 'নির্ধারণে' সপ্তমী এবং ইহার একবচন 'সমষ্টি'দ্যোতক অর্থাৎ 'জাতাবেকবচনম্'। অতএব ইহার অর্থ 'কারকসমূহের মধ্যে'। কিন্তু ভাষ্যকার-মতে 'প্রথমা' বিভক্তির অর্থে এখানে 'সপ্তমী' হইয়াছে এবং ইহার অর্থ কারক। কর্তৃ-কর্ম-করণাদির 'কারক' সংজ্ঞা ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বি.দ্র.— (১) 'কারকের' কোন সামান্যলক্ষণ 'অষ্টাধ্যায়ীতে' নাই। অন্য ব্যাকরণে 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্' এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু কারক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই ক্রিয়ার সহিত কারকের অন্বয় প্রকাশ পায়। যিনি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন (করোতীতি কৃ + ণ্বুল্), যাঁহার শক্তিতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, ক্রিয়ার সহিত তাঁহার শুধু সম্পর্ক নয়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই দ্যোতিত হয়। ব্যুৎপত্তির মধ্যেই যেখানে লক্ষণটি সুস্পষ্ট, সেখানে সূত্র রচনায় অক্ষর-সংযম, শব্দ-সংযমের পক্ষপাতী 'সূত্রকার' হয় ত অকারণ কারক-লক্ষণনির্ণয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসংগত নহে।

(২) **অধিকার সূত্র** (Head rule) ঃ— সূত্র রচনায় যথাসম্ভব অক্ষর-সংক্ষেপ লক্ষ্য সংস্কৃত বৈয়াকরণের; এবং এই কারণেই উদ্ভব 'অধিকার-সূত্রের'। পাণিনীয় ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রই কোন না কোন অধিকার সূত্রের অধিকারে অবস্থিত।

"অধিকারঃ ব্যাপৃতিঃ। শব্দস্য চ উত্তরসূত্রেষ্বনুবৃত্তিরেব ব্যাপৃতিঃ। উপরিতনসূত্রেষু অনুবর্ত্তন্তে 'অধিকার-সূত্রাণি'; ন তে স্বতন্ত্রবিধয়ঃ।"

এক একটি 'অধিকার-সূত্রের' অধিকারে বহু সূত্র থাকে, প্রতিটি সূত্রেই 'অধিকার সূত্রের' অনুবৃত্তি হয়। যতক্ষণ অনুবৃত্তি না হয় ততক্ষণ অধিকারস্থ সূত্রগুলি পূর্ণাংগ হয় না। 'অধিকার-সূত্র' স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছুর বিধান বা নিষেধ করে না সত্য, কিন্তু অধিকৃত সূত্রগুলিতে ইহারা অনুবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত সূত্রার্থ সম্পূর্ণ হয় না, ইহাই অধিকার-সূত্রের' বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডের 'Constitution at Monarch'-এর মতই সূত্রসমূহের উপর আধিপত্য 'অধিকার-সূত্রের'।

৪৩৫। কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম। ১।৪।৪৯।।

• বৃত্তি। কর্তুঃ ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।

কর্তুঃ কিম্? মাষেষশ্বং বধ্নাতি। কর্মণ ঈপ্সিতা মাষা ন তু কর্তুঃ।

তমব্গ্রহণং কিম্? পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে।

'কর্ম' ইত্যনুবৃত্তৌ পুনঃ কর্মগ্রহণমাধারনিবৃত্ত্যর্থম্। অন্যথা গেহং প্রবিশতি ইত্যত্রৈব স্যাৎ।

• অনুবাদ। ক্রিয়াসম্পাদনে কর্তার যাহা সর্বাধিক ঈপ্সিত, তাহা 'কর্ম' নামে অভিহিত হয়।

সূত্রে 'কর্তুঃ' পদটির প্রয়োজন কি? কারণ, মাষেষশ্বং বধ্নাতি। মাষ কড়াই-এর ক্ষেত্রে অশ্ববন্ধন করিতেছে। এই উদাহরণে 'মাষ' কর্মের ঈপ্সিত, কর্তার নয়, অতএব ইহা কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই।

সূত্রে 'ঈপ্সিততম' পদে 'তমপ্' প্রত্যয় যুক্ত হইল কেন? কারণ, পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে। দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিতেছে। এই উদাহরণে 'পয়ঃ' ঈপ্সিততম নয়, অতএব 'কর্ম' হয় নাই।

'কর্ম' পদটিকে অনুবৃত্তির দ্বারা পাওয়া যাইত, তাহা সত্ত্বেও সূত্রে 'কর্ম' শব্দের যে পুনরুক্তি হইয়াছে তাহা আধার-নিবৃত্তির জন্য। তাহা না হইলে 'গেহং প্রবিশতি' ইত্যাদি স্থলেই শুধু আধারের কর্মত্ব হইত, অন্যত্র নহে।

● আলোচনা। 'কারকে' এই অধিকার-সূত্রের অধিকারে আলোচ্য সূত্রটি। অতএব 'কারকে কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' ইহাই হইবে সম্পূর্ণ সূত্র। কারকের মধ্যে কর্তার সর্বাধিক ঈপ্সিত যে কারকটি তাহা কর্ম, ইহাই সম্পূর্ণ সূত্রার্থ। বস্তুত ক্রিয়াসম্পাদনের মুখ্য লক্ষ্য যাহা, তাহাই কর্তার ঈপ্সিততম এবং তাহাই কর্ম।

অতঃপর ভট্টোজী সূত্রস্থ প্রতিটি পদের সার্থকতা বিচার করিতেছেন। এইজন্যই 'কর্তুঃকিম্' এই প্রশ্ন। অর্থাৎ সূত্রে 'কর্তুঃ' পদটি কি অপরিহার্য? 'কর্তুঃ' না থাকিলে যে কোন কারকের ঈপ্সিততম কর্ম হইত। যেমন 'মাষেষ্বশ্বং বধ্নাতি' এই উদাহরণে বন্ধনবিষয়ে বন্ধনকর্তার ঈপ্সিততম হইল 'অশ্ব', 'মাষ' নহে। 'মাষ' অশ্বের অর্থাৎ 'কর্মের' ঈপ্সিততম। অশ্ব মাষ ভক্ষণ করুক এই উদ্দেশ্যেই বন্ধনকর্তা মাষ কড়াই-এর ক্ষেত্রে অশ্বকে বন্ধন করিতেছে (মাষান্ ভুঙ্‌ক্তামশ্ব ইতি মাষেষ্বশ্বং বধ্নাতি), ইহাই উদাহরণ বাক্যটির বিশদার্থ। অতএব উহ্য 'ভোজন' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে 'অশ্ব' কর্তা ও 'মাষ' কর্ম হইলেও, 'বন্ধন' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে 'অশ্ব' কর্ম ও 'মাষ' কর্মের ঈপ্সিততম। যদি 'ঈপ্সিততমং কর্ম' এইরূপ সূত্র হইত তবে বাক্যটিতে 'অশ্ব' ও 'মাষ' উভয়ত্রই কর্মত্বপ্রাপ্তি হইত। সূত্রে 'কর্তুঃ' পদটি থাকার জন্যই **কর্মের ঈপ্সিততম 'মাষ'** কর্ম হইতে পারে নাই, 'বন্ধন'-ক্রিয়ার 'আধার' বলিয়া উহাতে অধিকরণে ৭মী হইয়াছে।

সূত্রে 'ঈপ্সিততমং' এই পদে অতিশায়নার্থক 'তমপ্' প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা আছে কিনা, তাহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। 'তমপ্' না থাকিলে কর্তার ঈপ্সিতমাত্রই 'কর্ম' হইবে। তাহা যদি হয় তবে 'পয়সা ওদনং ভুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যে শুধু ওদন নয় 'পয়স্‌শব্দেও'

কর্মত্ব হইবে, কারণ পয়ঃ (দুগ্ধ) ও ওদন (অন্ন) দুইই ভোজনবিষয়ে কর্তার ঈপ্সিত। 'তমপ্' প্রত্যয়ের জন্যই 'পয়স্' শব্দে কর্মত্ব ব্যাহত হইয়াছে, কারণ 'পয়ঃ' ভোজনকর্তার প্রধান ঈপ্সিত নহে, ঈপ্সিততম হইল 'ওদন'। 'পয়ঃ' এস্থলে সংস্কারক, অর্থাৎ মুখ্যভোজ্য 'ওদনের' স্বাদবর্ধক আনুষংগিক উপকরণ মাত্র। অতএব 'পয়স্' এখানে ভোজন-ক্রিয়ার 'কর্ম' নয়, 'করণ'।

কিন্তু 'কর্ম' শব্দটি ত' পূর্বসূত্র হইতে অনুবৃত্তিদ্বারা লভ্য, তবে সূত্রে উহার পুনরুল্লেখ হইল কেন? অনুবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহারই জন্য। 'অনুবৃত্তির' আশ্রয় লইলে শুধু 'কর্মের' নয়, যুগপৎ 'আধারের'-ও অনুবৃত্তি হইবে। কারণ, পাণিনির ব্যাকরণে — (১) "**আধারোঽধিকরণম্**" (১।৪।৪৫), (২) "**অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম**" (১।৪।৪৬), (৩) "**অভিনিবিশশ্চ**" (১।৪।৪৭), (৪) "**উপান্বধ্যাঙ্বসঃ**" (১।৪।৪৮), (৫) "**কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম**" (১।৪।৪৯)— ইহাই হইল সূত্র-রচনার ক্রম। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্র হইতেই আলোচ্য সূত্রে 'কর্ম' পদটির অনুবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রটিতে প্রথম সূত্র হইতে 'আধারঃ' পদটি অনুবৃত্ত হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে শুধু 'কর্ম' নয়, '**আধারঃ কর্ম**' এইরূপ অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চম অর্থাৎ আলোচ্য সূত্রটিতে যদি অনুবৃত্তি করিতে হয়, তবে, 'আধারঃ কর্ম' এইরূপ অনুবৃত্তিই করিতে হইবে। ফলে 'কর্তুরীপ্সিততমম্' এইরূপ যদি কর্মলক্ষণ হয়, তবে অনুবৃত্তিদ্বারা উহার অর্থ হইবে — কর্তার ঈপ্সিততম আধার যাহা তাহা 'কর্ম'। এইরূপ অর্থ হইলে কর্মলক্ষণটিতে 'অব্যাপ্তি'-দোষ ঘটিবে। অর্থাৎ, লক্ষ্যস্থলের সর্বত্র লক্ষণটি প্রবৃত্ত হইবে না। কর্তার ঈপ্সিততম বস্তুটি যদি আধার হয়, তবেই সেখানে কর্মত্ব হইবে, অন্যত্র নহে। যথা, **গেহং** প্রবিশতি। এখানে 'গেহ' প্রবেশকর্তার ঈপ্সিততম ও আধার দুইই। অতএব এ স্থলে কর্মত্ব হইবে। কিন্তু 'চন্দ্রং পশ্যতি' এই বাক্যে 'চন্দ্র' দ্রষ্টার আধার নহে, অতএব তাহা ঈপ্সিততম হইলেও কর্ম হইবে না। অতএব 'কর্ম'পদের অনুবৃত্তি এখানে অনভিপ্রেত। অনুবৃত্তির ফলে অনর্থকর 'আধার' শব্দটি অনুবৃত্ত হইয়া যাহাতে কর্মলক্ষণটিকে সংকীর্ণ করিতে না পারে, তজ্জন্যই আলোচ্য সূত্রে 'কর্ম' পদটি উক্ত হইয়াছে। অনুবৃত্তি-বিচ্ছেদ এবং আধার-নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য 'কর্ম' গ্রহণের।

কর্মত্ব হইবে, কারণ পয়ঃ (দুগ্ধ) ও ওদন (অন্ন) দুইই ভোজনবিষয়ে কর্তার ঈপ্সিত। 'তমপ্' প্রত্যয়ের জন্যই 'পয়স্' শব্দে কর্মত্ব ব্যাহত হইয়াছে, কারণ 'পয়ঃ' ভোজনকর্তার প্রধান ঈপ্সিত নহে, ঈপ্সিততম হইল 'ওদন'। 'পয়ঃ' এস্থলে সংস্কারক, অর্থাৎ মুখ্যভোজ্য 'ওদনের' স্বাদবর্ধক আনুষংগিক উপকরণ মাত্র। অতএব 'পয়স্' এখানে ভোজন-ক্রিয়ার 'কর্ম' নয়, 'করণ'।

কিন্তু 'কর্ম' শব্দটি ত' পূর্বসূত্র হইতে অনুবৃত্তিদ্বারা লভ্য, তবে সূত্রে উহার পুনরুল্লেখ হইল কেন? অনুবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহারই জন্য। 'অনুবৃত্তির' আশ্রয় লইলে শুধু 'কর্মের' নয়, যুগপৎ 'আধারের'-ও অনুবৃত্তি হইবে। কারণ, পাণিনির ব্যাকরণে — (১) "**আধারোঽধিকরণম্**" (১।৪।৪৫), (২) "অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম" (১।৪।৪৬), (৩) "অভিনিবিশশ্চ" (১।৪।৪৭), (৪) "উপান্বধ্যাঙ্বসঃ" (১।৪।৪৮), (৫) "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" (১।৪।৪৯)— ইহাই হইল সূত্র-রচনার ক্রম। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্র হইতেই আলোচ্য সূত্রে 'কর্ম' পদটির অনুবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রটিতে প্রথম সূত্র হইতে 'আধারঃ' পদটি অনুবৃত্ত হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে শুধু 'কর্ম' নয়, '**আধারঃ কর্ম**' এইরূপ অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চম অর্থাৎ আলোচ্য সূত্রটিতে যদি অনুবৃত্তি করিতে হয়, তবে, 'আধারঃ কর্ম' এইরূপ অনুবৃত্তিই করিতে হইবে। ফলে 'কর্তুরীপ্সিততমম্' এইরূপ যদি কর্মলক্ষণ হয়, তবে অনুবৃত্তিদ্বারা উহার অর্থ হইবে — কর্তার ঈপ্সিততম আধার যাহা তাহা 'কর্ম'। এইরূপ অর্থ হইলে কর্মলক্ষণটিতে 'অব্যাপ্তি'-দোষ ঘটিবে। অর্থাৎ, লক্ষ্যস্থলের সর্বত্র লক্ষণটি প্রবৃত্ত হইবে না। কর্তার ঈপ্সিততম বস্তুটি যদি আধার হয়, তবেই সেখানে কর্মত্ব হইবে, অন্যত্র নহে। যথা, **গেহং** প্রবিশতি। এখানে 'গেহ' প্রবেশকর্তার ঈপ্সিততম ও আধার দুইই। অতএব এ স্থলে কর্মত্ব হইবে। কিন্তু 'চন্দ্রং পশ্যতি' এই বাক্যে 'চন্দ্র' দ্রষ্টার আধার নহে, অতএব তাহা ঈপ্সিততম হইলেও কর্ম হইবে না। অতএব 'কর্ম'পদের অনুবৃত্তি এখানে অনভিপ্রেত। অনুবৃত্তির ফলে অনর্থকর 'আধার' শব্দটি অনুবৃত্ত হইয়া যাহাতে কর্মলক্ষণটিকে সংকীর্ণ করিতে না পারে, তজ্জন্যই আলোচ্য সূত্রে 'কর্ম' পদটি উক্ত হইয়াছে। অনুবৃত্তি-বিচ্ছেদ এবং আধার-নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য 'কর্ম' গ্রহণের।

• **বিশেষ আলোচনা ঃ—**

'ক্রিয়াবিশেষণে, ২য়া বিভক্তি হয় এবং তাহা ক্লীবলিংগ ও একবচনান্ত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পাণিনির কোন সূত্র নাই। তজ্জন্য 'বার্তিক'কার নূতন সূত্র করিয়াছেন— "ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বং নপুংসকলিংগতা চ বক্তব্যা।" কিন্তু পাণিনির প্রকৃত অনুগামিগণের মতে 'ক্রিয়াবিশেষণে' যে ২য়া তাহা আলোচ্য সূত্রানুসারে **কর্মণি ২য়া** এবং ক্রিয়াবিশেষণের যে নপুংসকলিংগতা তাহা 'সামান্যে নপুংসকম্' এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সিদ্ধ। যথা,— **মধুরং** ভাষতে। ভাষণ ব্যাপারে মধুরত্বই কর্তার 'ঈপ্সিততম', অতএব 'মধুরং' **কর্মণি ২য়া**। যেখানে লিংগনিরপেক্ষভাবে কোন কিছু উক্ত হয় অর্থাৎ লিংগবিশেষ অনুদ্দিষ্ট (Suppressed) থাকে, সেখানে 'সামান্যে **নপুংসকম্**'। যথা, আলোচ্য উদাহরণে 'মধুর' শব্দে [মধুরঃ **ভাষঃ** (পুঃ), মধূরা **ভাষা** (স্ত্রী) অথবা মধুরং **ভাষণম্** (ক্লীব)] কোন লিংগবিশেষের প্রতীতি হয় না অর্থাৎ 'মধুর' বিশেষণটি কোন লিংগের বিশেষণ তাহা ঠিক বুঝা যায় না, অতএব ইহা **নপুংসকলিংগ** হইয়াছে। 'সংখ্যা' যেখানে অনুদ্দিষ্ট সেখানে 'সমষ্টির' অর্থ (Collective sense) প্রকাশ পায় এবং সমষ্টির বচন অর্থাৎ 'একবচন' হইয়া থাকে। 'জাতাবেকবচনম্।' অনেকের একত্বই সমষ্টিত্ব। অতএব 'বার্তিক' সূত্র এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

❑ ৫৩৬। অনভিহিতে।২।৩।১।।

• **দী।** ইত্যধিকৃত্য—

• **অনুবাদ।** ইহাকে অবলম্বন করিয়া —

• **আলোচনা।** ইহা একটি অধিকার-সূত্র। অতএব যতদূর ইহার অধিকার ততদূর প্রতিটি সূত্রে 'অনভিহিতে' এই পদটি যোজনীয়।

❑ ৫৩৭। কর্মণি দ্বিতীয়া। ২।৩।২।।

দী। অনুক্তে কর্মণি দ্বিতীয়া স্যাৎ। হরিং ভজতি। অভিহিতে তু কর্মণি 'প্রাতিপদিকার্থ — মাত্রে —' (৫৩২—২।৩।৪৬) প্রথমৈব।

• অনুবাদ — অনুক্ত কর্মে ২য়া বিভক্তি হয়। যথা হরিং ভজতি। 'কর্ম' অভিহিত হইলে 'প্রাতিপদিকার্থ — প্রথমা' সূত্রানুসারে প্রথমা বিভক্তিই হইবে।

• আলোচনা। আলোচ্য সূত্রটি 'অনভিহিতে' এই সূত্রের অধিকারে। অতএব 'অনভিহিতে কর্মণি দ্বিতীয়া' ইহাই হইবে সম্পূর্ণ সূত্র। কর্ম 'অনুক্ত' হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 'হরিং ভজতি' এই বাক্যে 'ভজতি' ক্রিয়াটি ভজনকর্তাকে নির্দেশ করে, 'কর্ম' হরিকে নয়। অতএব এখানে 'কর্ম' অনুক্ত, অনুক্ত বলিয়া কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কিন্তু 'কর্ম' যদি উক্ত হয়, তবে তাহাতে দ্বিতীয়া না হইয়া প্রথমা হইবে। যথা, হরিঃ ভজ্যতে। এখানে 'ভজ্যতে' ক্রিয়াটি 'হরিকেই' নির্দেশ করে। অতএব 'হরি' অর্থাৎ কর্ম এই বাক্যে 'উক্ত'। 'কর্ম' উক্ত হইলে কর্মবিভক্তি 'দ্বিতীয়া' নিবৃত্ত হয়, অবশিষ্ট থাকে শুধু 'হরি' এই প্রাতিপদিকের অর্থ এবং তাহাতে 'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমা বিভক্তি হয়। শুধু কর্ম নয়, যে কোন কারক 'উক্ত' হইলেই 'প্রথমা' বিভক্তি হয় এবং তাহা পাণিনির মতে 'প্রাতিপদিকার্থ —' এই সূত্রানুসারে প্রথমা। অন্য ব্যাকরণে কর্তৃকারককেও প্রথমা বিভক্তি হয়, কিন্তু পাণিনির মতে 'কর্তরি প্রথমা' ও 'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমা, কারণ কর্তৃবাচ্যে কর্তা 'অভিহিত'। কিন্তু বার্তিককার (কাত্যায়ন) 'অভিহিত' কারকের জন্য একটি স্বতন্ত্র সূত্রই করিয়াছেন, তাহা হইল **'অভিহিতে প্রথমা'**। কিন্তু এই সূত্র নিষ্প্রয়োজন।

• অভিধান ঃ—

• দী। অভিধানঞ্চ প্রায়েণ তিঙ্-কৃত্তদ্ধিত-সমাসৈঃ। তিঙ্—হরিঃ সেব্যতে। কৃৎ—লক্ষ্ম্যা সেবিতঃ। তদ্ধিতঃ— শতেন ক্রীতঃ শত্যঃ।

• সমাস। প্রাপ্ত আনন্দো যং স প্রাপ্তানন্দঃ।

• অনুবাদ। 'প্রায়েণ' অর্থাৎ সাধারণত তিঙ, কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা অভিধান হয়। ইহাদের যথাক্রমে উদাহরণ হইল হরিঃ সেব্যতে (হরি সেবিত হইতেছেন), লক্ষ্ম্যা সেবিতঃ (লক্ষ্মীকর্তৃক সেবিত হন), শত্যঃ (একশত মুদ্রায় ক্রীত) ও প্রাপ্তানন্দঃ (আনন্দ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে)।

কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, বদন্ত্যপর্ণামিতি তাং পুরাবিদঃ। কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাম্। এই সব উদাহরণে 'ইতি' শব্দ দ্বারা অভিধান হয় নাই, না হইলেও ইহারা অশুদ্ধ নয়। কারণ, 'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্' এই বচনে 'ক্বচিৎ' শব্দের প্রয়োগ হেতু নিপাত দ্বারা অভিধান অনিত্য। প্রথম উদাহরণটিকে কেহ কেহ অন্যভাবেও সমর্থন করেন। তাঁহারা মনে করেন, 'ইতি' শব্দের 'পুরাবিদ্' শব্দের সহিত অন্বয় (পুরাবিদ ইতি অর্থাৎ ইত্যাখ্যা জনাস্তামপর্ণাং বদন্তি), 'অপর্ণা'-র সহিত নহে। অতএব 'ইতি' শব্দের দ্বারা অভিধানের প্রশ্নই উঠে না।

(২) 'অভিধান' বিষয়ে পাণিনির সূত্র নাই, 'বার্তিক' সূত্র আছে। সে-সূত্র হইল 'তিঙ্-কৃত্তদ্ধিত-সমাসৈঃ'। কিন্তু এই সূত্রবলে 'নিপাত' দ্বারা অভিধান সিদ্ধ হয় না। ভট্টোজী সেইজন্য 'প্রায়েণ' শব্দটি সংযুক্ত করিয়া বার্তিক সূত্রটিকে অধিকতর ব্যাপক করিয়াছেন।

❑ ৫৩৮। তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতম্ ।১।৪।৫০।।

• **দী** । ঈপ্সিততমবৎ ক্রিয়য়া যুক্তমনীপ্সিতমপি কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ। গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতি। ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্‌ক্তে।

• **পদটীকা** । তথাযুক্তম্ — তথা তেন প্রকারেণ অর্থাৎ ঈপ্সিততমবৎ, যুক্তং (ক্রিয়য়া) আপ্তম্ অর্থাৎ ক্রিয়ায়া বিষয়ীভূতম্।

• **অনুবাদ** । 'ঈপ্সিততম' কারকের মত 'অনীপ্সিত' কারকও ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ বিশেষভাবে আপ্ত হইলে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা, 'গ্রামঃ গচ্ছং —' (গ্রামে যাইতে যাইতে তৃণ স্পর্শ করিতেছে) ও 'ওদনং ভুঞ্জানো —' (অন্ন ভক্ষণ করিতে করিতে বিষ ভোজন করিতেছে)।

• **আলোচনা** । কর্তার যাহা ঈপ্সিততম, তাহা কর্ম। ইহাই কর্মের সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে আলোচ্য উদাহরণ দুইটিতে 'তৃণ' ও 'বিষের' কর্মত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ ইহারা কর্তার ঈপ্সিত নয়। কর্তা ইচ্ছা করিয়া তৃণস্পর্শ অথবা বিষভোজন করিতেছে না। প্রথমটি অকস্মাৎ স্পৃষ্ট ও দ্বিতীয়টি কর্তার অজ্ঞাতে ভুক্ত হইতেছে।

কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, বদন্ত্যপর্ণামিতি তাং পুরাবিদঃ। কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাম্। এই সব উদাহরণে 'ইতি' শব্দ দ্বারা অভিধান হয় নাই, না হইলেও ইহারা অশুদ্ধ নয়। কারণ, 'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্' এই বচনে 'ক্বচিৎ' শব্দের প্রয়োগ হেতু নিপাত দ্বারা অভিধান অনিত্য। প্রথম উদাহরণটিকে কেহ কেহ অন্যভাবেও সমর্থন করেন। তাঁহারা মনে করেন, 'ইতি' শব্দের 'পুরাবিদ্' শব্দের সহিত অন্বয় (পুরাবিদ ইতি অর্থাৎ ইত্যাখ্যা জনাস্তামপর্ণাং বদন্তি), 'অপর্ণা'-র সহিত নহে। অতএব 'ইতি' শব্দের দ্বারা অভিধানের প্রশ্নই উঠে না।

(২) 'অভিধান' বিষয়ে পাণিনির সূত্র নাই, 'বার্তিক' সূত্র আছে। সে-সূত্র হইল 'তিঙ্-কৃত্তদ্ধিত-সমাসৈঃ'। কিন্তু এই সূত্রবলে 'নিপাত' দ্বারা অভিধান সিদ্ধ হয় না। ভট্টোজী সেইজন্য 'প্রায়েণ' শব্দটি সংযুক্ত করিয়া বার্তিক সূত্রটিকে অধিকতর ব্যাপক করিয়াছেন।

❑ ৫৩৮। তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতম্ ।১।৪।৫০।।

• **দী** । ঈপ্সিততমবৎ ক্রিয়য়া যুক্তমনীপ্সিতমপি কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ। গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতি। ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্‌ক্তে।

• **পদটীকা** । তথাযুক্তম্ — তথা তেন প্রকারেণ অর্থাৎ ঈপ্সিততমবৎ, যুক্তং (ক্রিয়য়া) আপ্তম্ অর্থাৎ ক্রিয়ায়া বিষয়ীভূতম্।

• **অনুবাদ** । 'ঈপ্সিততম' কারকের মত 'অনীপ্সিত' কারকও ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ বিশেষভাবে আপ্ত হইলে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা, 'গ্রামঃ গচ্ছং —' (গ্রামে যাইতে যাইতে তৃণ স্পর্শ করিতেছে) ও 'ওদনং ভুঞ্জানো —' (অন্ন ভক্ষণ করিতে করিতে বিষ ভোজন করিতেছে)।

• **আলোচনা** । কর্তার যাহা ঈপ্সিততম, তাহা কর্ম। ইহাই কর্মের সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণানুসারে আলোচ্য উদাহরণ দুইটিতে 'তৃণ' ও 'বিষের' কর্মত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ ইহারা কর্তার ঈপ্সিত নয়। কর্তা ইচ্ছা করিয়া তৃণস্পর্শ অথবা বিষভোজন করিতেছে না। প্রথমটি অকস্মাৎ স্পৃষ্ট ও দ্বিতীয়টি কর্তার অজ্ঞাতে ভুক্ত হইতেছে।

তৃণস্পর্শে কর্তার ঔদাসীন্য অর্থাৎ আগ্রহাভাবহেতু তৃণ 'উদাসীন' ও বিষভোজনে সহজবিদ্বেষহেতু বিষ 'দ্বেষ্য'। ইহারা কর্ম হইতে পারে না, অতএব কর্মের এই দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে। ঈপ্সিত না হইলেও কর্মত্ব সম্ভব। অনীপ্সিত বস্তু ও ক্রিয়ার সহিত যুক্ত, ক্রিয়া-দ্বারা বিশেষভাবে আপ্ত হইলে 'কর্ম' হয়। কর্মের দ্বিতীয় লক্ষণের ইহাই তাৎপর্য। ঈপ্সিত বস্তুকে স্পর্শন অথবা ভোজন করিতে হইলে যে ভাবে ইন্দ্রিয়াদি-সংযোগ ঘটে, অনীপ্সিত অর্থাৎ উদাসীন ও দ্বেষ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপই হয়। অতএব ঈপ্সিত হউক, অনীপ্সিত হউক ক্রিয়ার সহিত যাহা 'যুক্ত', ক্রিয়াদ্বারা যাহা বিশেষভাবে আপ্ত তাহাই 'কর্ম'। অর্থাৎ, ক্রিয়াসম্পাদনের বিষয়, ক্রিয়া-ফলের আশ্রয় যাহা তাহা কর্ম।

❑ ৫৩৯। অকথিতঞ্চ ।১।৪।৫১।।

● **দী** । অপাদানাদিবিশেষৈরবিবক্ষিতং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।

● **অনুবাদ** । যদি কোন কারকের অপাদানাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা বক্তার অভিপ্রেত না হয়, তবে সে-কারক কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

● **আলোচনা** । কর্মের যে দুইটি লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা কতিপয়ক্ষেত্রে কর্মত্ব সিদ্ধ হয় না। যথা গাং দুগ্ধং দোগ্ধি। এখানে 'দুগ্ধ' ঈপ্সিততম বলিয়া কর্ম। কিন্তু 'গাভী' যেমন ঈপ্সিততম নয়, তেমনি অনীপ্সিতও নয়। অতএব 'গো' শব্দ কর্ম হইতে পারে না। এইজন্যই কর্মের এই তৃতীয় লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। যদি অপাদানাদিকারকের অপাদানত্বাদি বিবক্ষিত অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রেত না হইয়া উপেক্ষিত হয় তবে তত্তৎ স্থলে কর্মত্ব হইবে। উক্ত উদাহরণে 'গাভী' অপাদান (কারণ দুগ্ধ তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হয়), কিন্তু অপাদানত্ব কথিত না হওয়ায় তাহা কর্ম হইয়াছে। প্রকৃত কারক কথিত না হওয়ার জন্য ইহাকে 'অকথিত' কর্ম বলা হয়। বস্তুত ইহা বিশুদ্ধ কর্ম নয়, বলাৎকৃত কর্ম, এইজন্য ইহা প্রধান কর্ম নয়, অপ্রধান অথবা গৌণ কর্ম (Indirect object)। কিন্তু যত্র তত্র এই 'অকথিত' কর্ম হয় না। **১৬ টি ধাতুর ক্ষেত্রেই ইহা সীমাবদ্ধ।** যথা —

• দী। দুহ্যাচ্-পচ্-দণ্ড-রুধি-প্রচ্ছি-চি-ব্রূ-শাসু-জি-মন্থ্-মুষাম্।
কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নী-হৃ-কৃষ্-বহাম্।।

দুহাদীনাং দ্বাদশানাং, নীপ্রভৃতীনাং চতুর্ণাং কর্মণা যদ্ যুজ্যতে তদেব অকথিতং কর্ম ইতি পরিগণনং কর্তব্যমিত্যর্থঃ।

• **পদটীকা** । কর্মযুক = কর্ম + যুজ্ + ক্বিপ্। কর্ম অর্থাৎ প্রধান কর্মের সহিত যুক্ত।

পরিগণনং কর্তব্যম্ — পরিগণনীয়। অর্থাৎ, যে-সব ধাতুর অকথিত কর্ম হয়, তাহা গণনা করা যায়, তাহাদের সংখ্যা ও তালিকা নির্দিষ্ট। ইহা আকৃতিগণ (open list) নয়, নির্দিষ্টগণ (closed list)।

• **অনুবাদ** । দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি, ব্রূ, শাস, জি, মন্থ্ ও মুষ্ এই ১২টি এবং নী, হৃ, কৃষ্ ও বহ্ এই ৪টি ধাতুর ক্ষেত্রেই উহাদের প্রধান কর্মের সহিত যাহা যুক্ত, তাহাই অকথিত কর্ম বলিয়া গণনীয়।

• **আলোচনা** । 'অকথিত' কর্ম বস্তুত কর্ম নহে, অন্য কারক। অন্যকারকত্ব উপেক্ষিত হইলেই কর্মত্বপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু সর্বত্র নহে, উক্ত ষোলটি ধাতুর ক্ষেত্রেই এই কর্ম সম্ভব। ইহাদের ঈপ্সিততম প্রধান একটি কর্ম থাকে এবং উহাদের সহিত এই 'অকথিত' কর্ম যুক্ত হয়। অতএব এই ধাতুগুলি দ্বিকর্মক। সংস্কৃতশাস্ত্রে এই ১৬টিই দ্বিকর্মক ধাতু, এবং ইহাদেরই 'অকথিত' কর্ম হয় এবং এই কর্ম মুখ্য নয়, গৌণ। কিন্তু ইহাদের ক্ষেত্রে অপাদানত্ব প্রভৃতির অবিবক্ষা বৈকল্পিক বা ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। অর্থাৎ, অপাদানত্বাদি যখন বিবক্ষিত তখন অপাদানাদি এবং অপাদানত্বাদি যখন উপেক্ষিত তখন কর্ম হইবে, এইরূপ হয় না। অপাদানাদি এখানে নিষিদ্ধ, কর্মই অবশ্যকর্তব্য। ইহাদের উদাহরণ, যথা —

• দী। গাং দোগ্ধি পয়ঃ। বলিং যাচতে বসুধাম্। অবিনীতং বিনয়ং যাচতে। তণ্ডুলানোদনং পচতি। গর্গান্ শতং দণ্ডয়তি। ব্রজমবরুণদ্ধি গাম্। মাণবকং পন্থানং পৃচ্ছতি। বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি। মাণবকং ধর্মং ব্রূতে শাস্তি বা। শতং জয়তি দেবদত্তম্। সুধাং ক্ষীরনিধিং মথ্নাতি। দেবদত্তং শতং মুষ্ণাতি। গ্রামমজাং নয়তি হরতি কর্ষতি বহতি বা।

• **পদটীকা** । **তণ্ডুল** — চাউল। **ওদন** — ভাত। **গর্গান্** — গর্গের বংশধরগণকে। **ব্রজ** — গোশালা। **মাণবক** — বামন। **মুষ্ণাতি** — অপহরণ করিতেছে।

• **আলোচনা** । উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে **যথাক্রমে** —

	প্রধান কর্ম	*অকথিত বা অপ্রধান কর্ম*	*অপ্রধান কর্মে অবিবক্ষিত কারক*
(১)	পয়ঃ	গাম্	অপাদান
(২)	বসুধাম্	বলিম্	অপাদান
(৩)	বিনয়ম্	অবিনীতম্	অপাদান
(৪)	ওদনম্	তণ্ডুলান্	করণ অথবা অপাদান
(৫)	শতম্	গর্গান্	অপাদান
(৬)	গাম্	ব্রজম্	অধিকরণ
(৭)	পন্থানং	মাণবকম্	অপাদান
(৮)	ফলানি	বৃক্ষম্	অপাদান
(৯)	ধর্মম্	মাণবকম্	সম্প্রদান
(১০)	শতম্	দেবদত্তম্	অপাদান
(১১)	সুধাম্	ক্ষীরনিধিম্	অপাদান
(১২)	শতম্	দেবদত্তম্	অপাদান
(১৩)	অজাম্	গ্রামম্	অপাদান
হইতে	}		{ অথবা
(১৬)			অধিকরণ

• **দী** । অর্থনিবন্ধনেয়ং সংজ্ঞা। বলিং ভিক্ষতে বসুধাম্। মাণবকং ধর্মং ভাষতে অভিধত্তে বক্তি ইত্যাদি।